৮ম শ্রেণির এসাইনমেন্টের নমুনা উত্তর ২০২১ (২০তম সপ্তাহ)

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

তারিখ : ১৫/ ১০ / ২০২১
বরাবর,
প্রধান শিক্ষক
এ . কে হাই স্কুল
দনিয়া , ঢাকা
বিষয়: করোনায় চাকরী হারানো জনসম্পদের উপার্জন অব্যাহত রাখার উপায় এর উপর প্রতিবেদন।
জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে , আপনার আদেশ অনুসারে তারিখ: ১৩/১০/২০২১ অনুসারে উপরোক্ত বিষয়ের উপর আমার নিজের প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনটি নিম্নে পেশ করলাম ।

- প্রারম্ভিকা

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পল যে মায়ার বলেছেন, 'The greatest natural resource of our country is its people'. জনসম্পদ প্রতিটি জাতির জন্য আশীর্বাদ। জনসংখ্যা যতক্ষণ পর্যন্ত জনসম্পদে বা মানব সম্পদে পরিণত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা জাতির বোঝা। জন সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার প্রধান ভূমিকা পালন করে শিক্ষা ছাড়া কোন দেশ জাতি উন্নতি করতে পারে না। জাতীয় উন্নয়নের জন্য জনসম্পদের উন্নয়নের বিকল্প নেই। তাই করোনাকালীন সময়ে জনসম্পদের উপার্জন অব্যাহত রাখার উপায় নির্ধারণ সম্বলিত একটি প্রবন্ধ নিচে তুলে ধরা হলো।

- করোনাকালীন সময়ে কর্মসংস্থান হারানোর একটি চিত্র:

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তথ্য অনুযায়ী, করোনাভাইরাস কারণে আগামী তিন মাসের মধ্যে বিশ্বে সাড়ে ১৯ কোটি মানুষ তাদের পূর্ণকালীন চাকরি হারাতে যাচ্ছেন। যার মধ্যে সাড়ে ১২ কোটি মানুষ বসবাস করেন এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে।

ধারণা করা হচ্ছে, করোনার প্রভাবে বাংলাদেশেও বিপুল সংখ্যক কর্মজীবী মানুষ কর্মচ্যুত হবেন।কয়েকটি নির্বাচিত খাতে কর্মসংস্থান হারানোর একটি আনুমানিক পরিসংখ্যান-

•অন্তত ৪৭ শতাংশ পোশাকশ্রমিক (যে সংখ্যা দাঁড়াবে ২৩ লাখ) তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিক চাকরি হারাতে পারে।

•১৫ লাখ রিকশা শ্রমিক

•৩৬ লাখ পোশাক শ্রমিক

•৫২ লাখ পরিবহন শ্রমিক

•২৫ লাখ নির্মাণ শ্রমিক

•২৪ লাখ হকার

(সূত্র দৈনিক ইত্তেফাক,গবেষণা প্রতিবেদন,মার্চ ৩১,২০২১)

AMDTANJIMUL ISLAM TOHA

আহসান এইচ মনসুর সংবাদমাধ্যমকে বলেন ,গার্মেন্টস, ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স ও সরকার এই চারটি খাত ছাড়া বাকি সবই ইনফরমাল (অনানুষ্ঠানিক)। করোনায় ফরমাল (আনুষ্ঠানিক) কর্মজীবী ছাড়া আর সবাই এখন বেকার। বেকারের এই সংখ্যা দেড় থেকে দুই কোটি।

তিনি বলেন, গত ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশে যে অঘোষিত লকডাউন শুরু হয়েছে, এর ফলে যারা হোটেল-রেস্তোরাঁ, নির্মাণ খাতের মতো অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন, সেসব খাতে শ্রমিকরা দীর্ঘদিন বেকার বসে রয়েছেন।

➢বিকল্প কর্মসংস্থান:

করোনার ফলে অনেক অনেক মানুষ বেকার হয়ে পড়েছে যার ফলে নিজ নিজ উদ্যোগে অনেকে ঘরে বসে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে যেমন-

- অনলাইনে শাকসবজি ও কাঁচামাল বিক্রি করা, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রয় করা, ইত্যাদি
- নিজ বাড়িতে গরু ও মহিষ পালন করা এবং বিক্রয় করা।
- বসত বাড়িতে হাঁস মুরগী পালন ও বিক্রয় এবং ডিম বিক্রয় করা
- অনলাইন ভিত্তিক নিজ নিজ বাসাবাড়িতে রেস্টুরেন্ট খোলা
- করোনার কারণে গেঞ্জি, প্যান্ট, তেজসপত্র সহ অনেক জিনিস

উৎপাদনের জন্য ছোট ছোট অনেক কল কারখানা গড়ে উঠেছে। তাই বলা চলে যে, করোনাকালীন সময়ে এই পেশাগুলো বিকল্প সংস্থান হতে পারে।

➢ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরে উদ্যোগ:

• সরকারি উদ্যোগ:

অর্থমন্ত্রী বাজেটে বলেছেন, সরকার তৈরি পোশাকসহ রফতানিমুখী শিল্পের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দেওয়ার জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার ঋণ তহবিল গঠন করেছে। শিল্প সেক্টরের জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকার ও কুটিরশিল্পসহ এসএমই প্রতিষ্ঠানের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার ঋণ সুবিধা চালু করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক রফতানি উন্নয়ন তহবিলের পরিমাণ সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার থেকে পাঁচ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করেছে। গ্রামের দরিদ্র কৃষক, বিদেশফেরত শ্রমিক, তরুণ ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে দুই হাজার কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করার ঘোষণা দিয়েছে।

•অনেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনলাইনে মানুষদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেছে যা বেকার জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করতে সাহায্য করতেছে যেমন। Creative it institute করনা কালীন সময়ে ফ্রিতে অনলাইনে টাকা উপার্জনের মাধ্যম শেখাচ্ছে যা দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে। এভাবে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উপায়ে অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- বিশেষ প্রশিক্ষণ যা যেকোনো পরিস্থিতিতে উপার্জন অব্যাহত রাখে:

এই বিশেষ প্রশিক্ষণের মধ্যে কিছু কয়েকটা দিক রয়েছে যেমন

• অনলাইন ভিত্তিক-বর্তমান বিশ্ব অনলাইন ভিত্তিক হয়ে যাওয়ায় যদি কেউ ওয়েব ডেভলপিং, গ্রাফিক্স ডিজাইনিং, ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি, ভিডিও এডিটিং সহ এসকল কাজ জানে তাহলে সে যেকোন সময় যেকোন পরিস্থিতিতে তার উপার্জন অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে।

• গার্হস্থ্য অর্থনীতি- ঘরে বসে যেসব উৎপাদনমূলক অর্থনৈতিক কাজ করা হয় এবং একে কেন্দ্র করে যে অর্থনীতি পরিচালিত হয়, তা-ই গার্হস্থ্য অর্থনীতি। যেমন-হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু লালন, সবজি চাষ, কুটির শিল্প ইত্যাদি।